

নারায়ণগঞ্জে শিক্ষক লাঞ্ছনা গণশুনানির দ্বিতীয় দিনে ১২ জনের বক্তব্য

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি >

নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় শিক্ষক লাঞ্ছনার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তদন্তে গণশুনানি চলছে। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির কাছে দ্বিতীয় দিনে বক্তব্য দিয়েছেন শিক্ষক শ্যামল কান্তি সহ ১২ জন। অন্যদিকে ধর্ম অবমাননার জন্য শ্যামল কান্তির শাস্তির দাবিতে শুনানির স্থল নারায়ণগঞ্জ সার্কিট হাউসে গতকাল মঙ্গলবার উপস্থিত হয়েছিল বন্দর এলাকার লোকজন।

ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার অভিযোগে গত ১৩ মে বন্দরের পিয়ার সাত্রার লতিফ ক্লবের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি উক্ত অশ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হন। স্থানীয় এমপি সেলিম ওসমানের উপস্থিতিতে তাঁকে কান ধরে উঠবোস করানো হয়। যার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে তীব্র সমালোচনা হয়। গত ৭ আগস্ট হাইকোর্ট এক আদেশে এ বিষয়টি তদন্ত করতে নির্দেশ দেন সিএমএম আদালতের বিচারককে।

ঢাকা সিএমএম আদালতের চিফ ম্যাজিস্ট্রেট হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে তিন সদস্যের কমিটি গতকাল সকাল ১০টা ২০ মিনিটে নারায়ণগঞ্জ সার্কিট হাউসে পৌঁছে। কমিটিতে আছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট মাজহারুল ইসলাম ও গোলাম নবী। সকাল সাড়ে ১০টায় গণশুনানি কার্যক্রমের শুরুতেই বক্তব্য গ্রহণ করা হয় শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তের। তিনি দুপুর ১টা পর্যন্ত বক্তব্য দিয়ে বেরিয়ে যান। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বিস্তারিত বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তবে আত্মপক্ষ সমর্থনে বলেন, 'ধর্ম নিয়ে কটুজির কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এটা অতিরঞ্জিত কথা এবং এটাকে রাজনীতিকীকরণ করা হয়েছে। আমাকে যে অপমান করা হয়েছে কমিটির কাছে সে বিষয়ে ন্যায়বিচার দাবি করেছি।'

গণশুনানিতে গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত বক্তব্য গ্রহণ করা হয়েছে আরো ১১ জনের। তাঁরা হলেন নারায়ণগঞ্জের সহকারী পুলিশ সুপার আবদুল্লাহ আল মাসুদ, বন্দর থানার ওসি আবুল কালাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার নুরুল আমিন, বন্দর উপজেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা মৌসুমী হাবিব, বন্দর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট রহমান মুরুল, জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি আবুল জাহের, বন্দর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি এম এ রশিদ, কলাগাছিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান দেলোয়ার হোসেন প্রধান, ক্লবের সাবেক সদস্য মোবারক হোসেন, কল্যাণী এলাকার দোকানদার শাহীন ও সামসুজ্জামান। তদন্ত কমিটি আগের দিন ১৯ জনের বক্তব্য গ্রহণ করেছে।

এদিকে তদন্ত কমিটির কাছে পৃথক তিনটি আবেদনপত্র জমা দিয়েছে নারায়ণগঞ্জ পূজা উদযাপন পরিষদ, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও এলাকাবাসী। ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে শিক্ষক শ্যামল কান্তির শাস্তির দাবিতে গতকালও বন্দর এলাকার মানুষ গণশুনানির স্থল সার্কিট হাউসে সমবেত হয়েছিল। এ পরিস্থিতিতে শ্যামল কান্তিকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে সার্কিট হাউসে আনা-নেওয়া করা হয়।